সাময়িক প্রসঙ্গ

সংবাদপত্র ও শিক্ষামন্ত্রী ঃ কিছু প্রশ্ন

এমাজউদ্দিন আহমদ

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে বর্তমান জেফারসন যতটুকু খ্যাতি অর্জন করেন, ঠিক এতটুকু খ্যাতি তার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার প্রবক্তা রূপে। তার মতে গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন সরকারী সংবাদ মাধ্যমে জনগণের জন্য সকল তথ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা। এ প্রসংগে তিনি বলেন, "আমাদের সরকারের ভিত্তি যেহেতু জনমত, তাই এর (সরকারের) প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত সে (মত প্রকাশের) অধিকার সমুন্নত রাখা। সংবাদপত্র ছাড়া সরকার অথবা সরকার ব্যতীত সংবাদপত্র– এ দু'টির মধ্যে থেকে একটিকে বেছে নেবার সমস্যায় পড়লে দ্বিতীয়টি বেছে নিতে এক মুহূর্তও আমি দেরি করতাম না।"

["The basis of our government being the opinion of the people, the very first object should be to keep that right, and were it left to me to decide whether we should have a government without newspapers or newspapers without a government. I should not hesitate a moment to prefer the latter."] জনস্টুয়ার্ট মিল, বেন্থাম প্রমুখ দার্শনিকরাও মত প্রকাশ্যের স্বাধীনতাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন। মিল এমনও বলেছেন, কোন মতকে স্তব্ধ করা মানব জাতিকে লুণ্ঠনের শামিল। বর্তমানকালের বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রায়নের যুগে এবং বাজার অর্থনীতির রাষ্ট্রীয় সীমানা ছাড়িয়ে অবাধ প্রবাহের যুগে শুধু নৈতিক দিক দিয়েই নয়, বাস্তব প্রয়োজনের নিরিখেও অবাধ তথ্য প্রবাহের কোন বিকল্প নেই। এটি আজকের দিনে সর্বজন স্বীকৃত মতবাদ। ২৬ এপ্রিলে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সার্ক (SAARC) ভুক্ত দেশসমূহের তথ্যমন্ত্রীদের বৈঠকেও এর স্বীকৃতি রয়েছে। সার্ক দেশসমূহে অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৮ দফার এক কর্মসূচীও গৃহীত হয়েছে। এই কর্মসূচীতে দেশের অভ্যন্তরে যেমন তেমনি সার্কভুক্ত দেমসমূহে একদিকে সংবাদ এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত হবে।

অন্যদিকে সহজ শর্তে সংবাদ ও সংবাদপত্রের পারস্পরিক আদান-প্রদান নিশ্চিত করার কিছু বাস্তব পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। সার্কভুক্ত দেশসমূহের তথ্যমন্ত্রীদের অধিবেশনে বাংলাদেশের তথ্য প্রতিমন্ত্রী জোর গলায় এসব উচ্চারণ করে বাহবা পেয়েছেন বটে, কিন্তু তিনি কি তা বিশ্বাস করেন? বিশ্বাস করেন কি শিক্ষামন্ত্রী? এ প্রশ্ন জনমনকে ভীষণভাবে পীড়া দিচ্ছে।

ক'দিন আগে জাতীয় সংসদে শিক্ষামন্ত্রী স্বীকার করেছেন চলতি এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। শুধু তাই নয়, পরীক্ষায় ব্যাপকভাবে নকলের কথাও তিনি স্বীকার করেছেন। তার মতে, যারা প্রশ্নপত্র

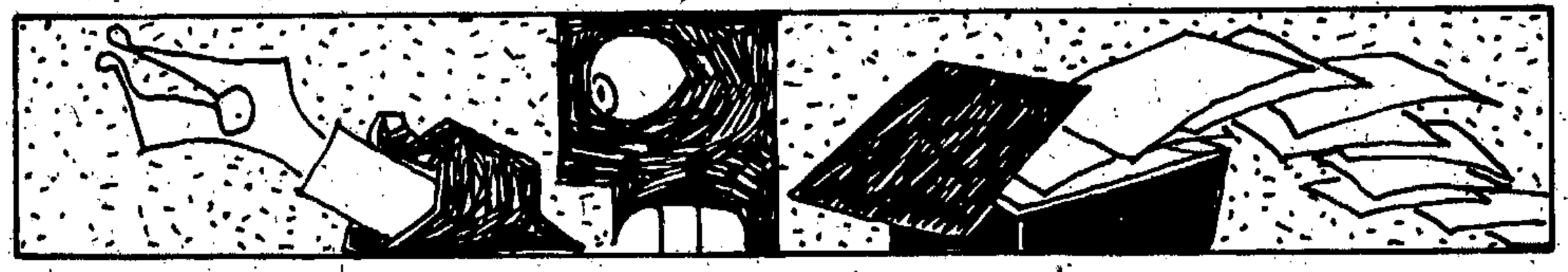

ফাঁস করার কাজে নিয়োজিত ছিল তাদের অনেককেই গ্রেফতার করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো, যারা এবং যেসব সংবাদপত্র এই প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবরটি সর্বসমক্ষে আনার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন বাংলাদেশে এই প্রথমবারের মত তাদের সীমাহীন হয়রানির স্বীকার হতে হয়। বাংলাদেশে অবাধ তথ্য প্রবাহের এই প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবরটি সর্বসমক্ষে আনার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন বাংলাদেশে এই প্রথমবারের মতো তাদের সীমাহীন হয়রানির শিকার হতে হয়। তিনজন সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার এড়াবার জন্য আর একজন প্রকাশক ও সাংবাদিককে আগাম জামিন নিতে হয়।

বাংলাদেশে অবাধ তথ্য প্রবাহের এই নমুনায় দেশের সাংবাদিক মহল শুধু বিস্মিত নয় ক্ষুব্ধও বটে। কিভাবে এর ব্যাখ্যা করবেন? বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতারা বিশেষ করে মন্ত্রীরা যখন বক্তৃতা দেন তখন মনে হয়, গণতন্ত্রের প্রথম এবং প্রধান প্রবক্তা পেরিক্লিস (Pericles) যেন তাদের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছেন। কিন্তু সংবাদপত্র ও সাংবাদিক দলনে তাদের কোন জুড়ি নেই। অতীতেও তারা একাজ করেছেন। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধকে তারা 'দ্বিতীয় বিপ্লব' বলে চিহ্নিত করেছেন। এখনও সেই 'ট্রাডিশন' অব্যাহত রয়েছে।

সংবাদপত্রে ছাপা হয় সংবাদ। নতুন নতুন তথ্য আসে সংবাদপত্রে। রুচিহীন, মর্যাদা হানিকর কিছু বা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কোন কিছু বাদ দিলে সব কিছুই সংবাদপত্রে স্থান পায়। বিশ্বের সর্বত্রই যা কিছু ঘটছে তা জানার অধিকার সকলের। তা জনসমক্ষে পেশ করার দায়িত্ব সাংবাদিকের। তথ্য প্রবাহে যে বিপ্লব ঘটেছে এবং 'ইলেক্ট্রনিক হাইওয়ে' যেভাবে দূরুত্বকে জয় করেছে সে প্রেক্ষাপটে 'তথ্য গ্রহণে সংসদীয়' হওয়ায় (Access to formation) এখন বিরোচিত হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্বরূপে। গোপনীয়তার সকল বাতায়ন এখন উন্মুক্ত। বাংলাদেশে কিন্তু তথ্যপ্রবাহ এখনও গোপনীয়তা এবং ষড়যন্ত্র তত্ত্বের জগদ্দল পাথরের তলায়। সব কিছুকে গোপন রাখা, সকল ব্যস্ততাকে ষড়যন্ত্রের আড়ালে ঢেকে দেয়ার যেন এ সমাজের রীতি। এক্ষেত্রে কিছু কিছু সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকও উৎসাহ যুগিয়েছেন এবং ফলে নিজেরা নিজেদের বিশ্বময় স্বীকৃত অধিকারের মূলে কুঠারাঘাত করেছেন।

এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এবারেই ফাঁস হল তাই নয়, অতীতেও হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী তা স্বীকার করে তার উৎস সন্ধানে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারতেন। যেক'টি সংবাদপত্রে প্রশ্নপত্রগুলো ছাপানো হয়েছিল তাদের সাথে যোগাযোগ করে দুষ্কৃতকারীদের কাছাকাছি পৌছে যেতে পারতেন। তা তিনি করেননি। প্রথমে তিনি অস্বীকারই করেছেন এবং বিষয়টিকে ধামাচাপা দেবার জন্য সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। পরে সাংবাদিকদের সাহসিকতার সামনে অবনত মস্তকে জাতীয় সংসদে স্বীকার করেছেন যে, প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস হলে সাংবাদিকরা সংবাদপত্র ছাপাবেন না কেন? সংবাদপত্রে ছাপানোর ফলেই তো জাতীয় পর্যায়ে এতোবড় দুর্ঘটনা মন্ত্রীর স্বীকৃতি পেল। তা না হলে অন্যান্য ক্ষেত্রে যা হয়েছে, সম্ভবত তাই হত। ষড়যন্ত্রের দোহাই দিয়ে এই চরম ব্যর্থতাকে তিনি আড়াল করতে পারতেন অথবা চেষ্টা করতেন, যেমন চেষ্টা করেছেন অর্থমন্ত্রী। ষড়যন্ত্র করে শেয়ার বাজারে ধস নামানোর ব্যাখ্যা দিতে অথবা যেমন করেছেন বিদ্যুৎ ও প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রী ষড়যন্ত্র করে যমুনা নদীর ওপর টাওয়ার ভেঙ্গে ফেলার, খোড়া অজুহাত তুলতে, এমনকি গ্যাসের লাইন ষড়যন্ত্র করে বিচ্ছিন্ন করার দুর্বিনীত অভিযোগ আনতে বা কৃষিমন্ত্রী যেমন বলেছেন ষড়যন্ত্র করে পেঁয়াজ লবণের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। নারী নির্যাতন ও শিশু ধর্ষণের ক্রমবর্ধমান ঘটনাও না-কি এক ষড়যন্ত্র। জাতীয় সংসদে বিদ্যুৎ গেলে যখন বিরোধী দলীয় সদস্যরা মোমবাতি জ্বালালেন তখনও কোন কোন প্রভাবশালী মন্ত্রী প্রশ্ন করেন 'এতো তাড়াতাড়ি তারা মোমবাতি পেলেন কিভাবে'? অন্য কথায় অদক্ষ নাচিয়েরা উঠানকে শুধু বাঁকা করেই ক্ষান্ত হননি, ষড়যন্ত্র করে উঠানকে বাঁকা করা হয়েছে তা বলতেও কুণ্ঠিত হন না।

সাংবাদিকরা সংবাদপত্রে যখন ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র ছেপে প্রমাণ করলেন, তখন মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর জবাব কি? তিনি দুঃখ প্রকাশ করেননি। চাননি ক্ষমা যারা তার হঠকারিতায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এসএসসি পরীক্ষার্থীদের অভিভাবকদের উদ্বেগ ও অস্থিরতায় কটা বিনিদ্র রজনীর জন্যও তিনি দুঃখ প্রকাশ করেননি। এখন পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি ফাঁস হওয়া প্রশ্ন যারা হাতে পেয়ে পরীক্ষা দিয়েছে এবং যারা সঠিকভাবে পরীক্ষা দিয়েছে তাদের সম্বন্ধেও। কিভাবে দুই-এর সমন্বয় করবেন তিনি? অন্যান্য উন্নত দেশে যে সব ব্যবস্থা এ প্রেক্ষিতে গৃহীত হয় সে সম্বন্ধে কি তিনি অবহিত? গোপনীয়তা এবং ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এসব মন্ত্রীর ব্যর্থতা সাময়িকভাবে ঢাকা পড়ে বটে, কিন্তু সত্য যে চিরঞ্জীব। মিথ্যা ভস্মের ঘন আবরণ ছাড়িয়ে তা উঠে আসবেই জনসমক্ষে। মাঝে শুধু সৃষ্টি হয় সাময়িক বিভ্রান্তি। লক্ষণীয় বাংলাদেশ সরকারের যে সব মন্ত্রী অধিকাংশ ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্র তত্ত্বের আড়ালে মুখ লুকোতে চেয়েছেন তাদের দিকে তাকিয়ে দেখুন– তারা না রাজনীতিক, না আমলা। আমলা মনোবৃত্তি পরিত্যাগে এখনও সক্ষম হননি। সক্ষম হননি রাজনীতিক হতেও। তারা বুঝেন মামলার তাৎপর্য বুঝেন ভালভাবে মানুষকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পেতে। মাননীয় স্পীকারের কার্যক্রমের দিকে তাকালেও একই দৃশ্য চোখে পড়ে।

তারা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যর্থ হলেও কিন্তু একটি ক্ষেত্রে অর্জন করেছেন অসামান্য সাফল্য। প্রতিপক্ষকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের শায়েস্তা করার ক্ষেত্রে তাদের সাফল্য অকিঞ্চিৎকর। ভিন্নমত দলনে তাদের কৃতিত্বও অসামান্য। সন্ত্রাসের কালো ছায়ায় বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঢেকে দিয়ে হল দখল থেকে শুরু করে হাজারো পন্থায় শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট করে দলীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় তাদের সাফল্য চোখে পড়ার মতো। এসব ক্ষেত্রে তাদের বিন্দুমাত্র সংকোচ নেই। লজ্জিত হবার শিক্ষা তারা পাননি। জাতীয় ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পাহাড় রচনা করেও তারা জাতির নিকট ক্ষমা ভিক্ষার শিক্ষালাভ করেননি। সব কিছুই তারা করেন গণতন্ত্রের নামে– গণতান্ত্রিক সরকারের নামে। তাই সব কিছুর নিরিখে হাজার মনে হাজারো প্রশ্ন– নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হলেই কি সরকার গণতান্ত্রিক হয়? জনগণের প্রতি দায়িত্বশীল না হয়ে সরকার কিভাবে গণতান্ত্রিক হয়? সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকদের হয়রানি করে, জনগণের নিকট থেকে তথ্য গোপন করে গণতান্ত্রিক সরকার কিভাবে পরিচালিত হয়? সঠিক খবর প্রকাশ করার পরেও সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা করে সরকার তার গণতান্ত্রিক অবয়ব অবিকৃত রাখে কিভাবে? এসব প্রশ্নের উত্তর আজ হোক কাল হোক মন্ত্রীকে জাতির সামনে তুলে ধরতে হবেই।

লেখক ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সাবেক ভিসি,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তারিখ ... 03 MAY 1996